

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম”

ফরমেট

ফ্ল্যাট হস্তান্তর দলিল

(Deed of Transfer of Flat)

ক্রমিক নং	বহি নং	দলিল নং-	তারিখ-
-----------	--------	----------	--------

১। রেজিস্ট্রি অফিসের নাম :

২। দলিলের সার সংক্ষেপ :

দলিলের প্রকৃতি	মোজার নাম	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	থানা/উপজেলা	জেলা
দলিল				

হস্তান্তরিত সম্পত্তির পরিমাণ	শ্রেণী	মূল্য (অংকে ও কথায়)
----- সেনানিবাসে -----ডিওএইচএস- এর ----- বর্গগজ জমি বিশিষ্ট ----- নং প- টে নির্মিত ----- তলা ভবনের ----- তলার ----- বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট -----টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য স্বাভাবিক সুবিধাদিসহ	ফ্ল্যাট বাড়ী	

৩। দলিল গ্রহিতা/গ্রহিতাগণের নাম, স্বাক্ষর ও ঠিকানা :

নাম :  
পিতার নাম :  
মাতার নাম :  
বয়স/জন্ম তারিখ :  
ধর্ম :  
পেশা :  
জাতীয়তা :  
জাতীয় পরিচয় পত্র নং :  
টিআইএন :



স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা

৪। দলিল দাতা/দাতাগণের নাম, স্বাক্ষর এবং ঠিকানা :

নাম :  
পিতা নাম :  
মাতার নাম :  
বয়স/জন্ম তারিখ :



জাতীয়তা :  
 ধর্ম :  
 পেশা :  
 জাতীয় পরিচয় পত্র নং :

স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা

৫। আম-মোজার/অভিভাবক/প্রতিনিধির মাধ্যমে দলিল সম্পাদিত হয়ে থাকলে আম-মোজারের নাম, ঠিকানা ও বিবরণ : প্রযোজ্য ক্ষেত্রে।

৬। আম-মোজারনামার বিবরণ(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৭। হস্তান্তরিত জমির ন্যূনপক্ষে ২৫ বছরের মালিকানার ধারাবাহিক বিবরণ ও যথাযথ ক্ষেত্রে বায়া দলিল সমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে, সম্পত্তির দখল, ইজমেন্ট স্বত্ব এবং হস্তান্তরসম্পর্কিত উলেখযোগ্য মন্তব্য (যদি থাকে) সম্পর্কিত বিবরণ :-

পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালার নাম স্মরণ করিয়া শহর ও জেলা-----, থানা-----, মৌজা-----, -----সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের আওতাভুক্ত ক্যান্টনমেন্ট সাধারণ ভূমি রেজিস্ট্রারে রেকর্ডভুক্ত সার্ভে নং----- এর অধীন ----- সেনানিবাসে ----- ডিওএইচএস-এর ----- বর্গগজ জমি বিশিষ্ট ----- নং প্লটে নির্মিত ----- তলা ভবনের ----- তলার -----বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট, -----টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভাজ্য/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য স্বাভাবিক সুবিধাদিসহ হস্তান্তর দলিলের লিখিত বিষয়ে বয়ান আরম্ভ করিলাম :-

তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি এল এ কেস নং----- এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য ----- সালে হুকুম দখল করা হয়। অতঃপর তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ----- তারিখের ----- নং পত্র এবং সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকার ----- তারিখের -----নং পত্র মারফত ----- ডিওএইচএস এর -----বর্গগজ বিশিষ্ট -----নং প্লটটি অত্র দলিল দাতার অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়।

অত্র দলিল দাতা তফসিলে বর্ণিত প্লটটি বরাদ্দপ্রাপ্তির পর বরাদ্দপত্রের শর্ত মোতাবেক সরকারের যাবতীয় পাওনাদি পরিশোধ করিয়া বিগত -----তারিখে সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসক, ----- সার্কেল, ----- সেনানিবাসের সহিত ৯৯ বৎসরের জন্য নবায়নযোগ্য একখানা ইজারা সম্পাদন করেন। উক্ত লীজ দলিল সাব-রেজিস্ট্রার, -----, -- -----,----- নম্বর লীজ দলিলমূলে ----- তারিখে রেজিস্ট্রি করা হয়। অতঃপর তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তরের প্রতিনিধির মাধ্যমে -----বর্গগজ জমির দখল সরেজমিনে ----- তারিখে হস্তান্তর/গ্রহণ পত্রের মাধ্যমে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তফসিলে বর্ণিত প্লটে বাড়ী নির্মাণের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ----- সেনানিবাস হতে বিল্ডিং নকশা অনুমোদন করাইয়া অনুমোদিত প্ল্যাণ অনুযায়ী ----- তলা বাড়ী নির্মাণ করেন।

সম্পত্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে : অত্র দলিল দাতার নামে ইজারা প্রদত্ত -----বর্গগজ জমি বিশিষ্ট -----নং প্লটে -- -----নামীয় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে -----তলা বাড়ীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে। এই বাড়ী নির্মাণের ব্যয় সম্পন্ন করার জন্য দাতার অনুমতিক্রমে ডিজিএফআই এর ছাড়াপত্র সাপেক্ষে নির্মাণ প্রতিষ্ঠান/ডেভেলপারের প্রাপ্য --- % অংশ ক্রয়ের জন্য ফ্ল্যাট গ্রহিতারা অর্থ প্রদান করেন। নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ডেভেলপারের প্রাপ্য অংশের একটি ফ্ল্যাট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অত্র দলিলের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি আমি/আমরা দলিল দাতা করিতেছি।

সম্পত্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে (স্বয়ং দলিল দাতা ইজারা গ্রহীতার অংশের ফ্ল্যাট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে): আমি দলিল দাতার নামে ইজারা প্রদত্ত -----বর্গগজ জমি-----নং প্লটে----- তলা বিশিষ্ট বাড়ী----- নামীয় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে/স্বয়ং নির্মাণ করিয়াছি। আমার একান্ড প্রয়োজনীয় পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য আমার অংশের -----ফ্ল্যাটটি হস্তান্তর করিতেছি।

হস্তান্তর সম্পর্কিত বিবরণ (নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অংশের ফ্ল্যাট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে) : ----- সেনানিবাসে ----- ডিওএইচএস-এর ----- বর্গগজ জমি বিশিষ্ট ----- নং প্লটে বাড়ী নির্মাণের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, -----সেনানিবাস হইতে বিল্ডিং নকশা অনুমোদন করা ইয়া নিয়া অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ----- তলা বাড়ী নির্মাণের জন্য -----নামীয় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে বিগত -----তারিখে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হই। উক্ত চুক্তিপত্র মোতাবেক -----তলা ভবনের নির্মিত ফ্ল্যাট সমূহের মধ্যে অত্র দলিল দাতার অংশে----- ফ্ল্যাট এবং নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অংশে-----ফ্ল্যাটের মালিকানা সাব্যস্ত হয়। উক্ত চুক্তিপত্র অনুযায়ী নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অংশের ফ্ল্যাট বিক্রয়/হস্তান্তরের দলিল সম্পাদনের দায়িত্ব অত্র দলিল দাতার উপর বর্তাইয়াছে বিধায় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অংশের----- তলার -----বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট, -----টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভাজ্য/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য স্বাভাবিক সুবিধাদিসহ বিক্রয়/হস্তান্তরের নিমিত্তে অনুমতি চাহিলে সদাশয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ----- ইং তারিখের ----- নং পত্রের প্রাধিকারবলে পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাসের ----- তারিখের ----- নং পত্রের মাধ্যমে তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। তফসিলে বর্ণিত ফ্ল্যাটটি সম্পর্কে সরকারী যাবতীয় আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ নীতিমালা পালন করতঃ মালিক ও দখলকার হিসেবে যাবতীয় ভোগ দখলে অধিকারী হইলেন/হইলেক বিধায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৯-১০-২০০৫ ইং তারিখের ১প্রকল্প-৪/৯৫/ডি-৯/৪৫২ নং পত্রের ক্রোড়পত্র 'গ-১' মারফত প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলী আপনার উপর বর্তাইল এবং আপনি উহা ভবিষ্যতে মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন। উক্ত নীতিমালার একটি কপি আপনাকে/আপনাদেরকে অত্র দলিলের সঙ্গে দেওয়া হইল। উল্লেখ্য যে, নীতিমালা মোতাবেক বাড়ীর ছাদ মূল ইজারা গ্রহীতার মালিকানায় থাকিবে। তবে উক্ত ছাদ ব্যবহারের অধিকার আপনার/আপনাদের থাকিবে। ফ্ল্যাট ক্রেতাগন দলিল দাতা/দাতাদের সম্মতিক্রমে সীমিত হারে ছাদ ব্যবহার করিতে পারিবেন।

হস্তান্তর সম্পর্কিত বিবরণ: (অত্র দলিল দাতার অংশের ফ্ল্যাট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে): -----সেনানিবাসের----- ডিওএইচএসব এর -----বর্গগজ জমি বিশিষ্ট -----নং প্লটে বাড়ী নির্মাণের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড----- সেনানিবাস হইতে বিল্ডিং নকশা অনুমোদন করা ইয়া নিয়া অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ----- তলা বাড়ী নির্মাণের জন্য-----নামীয় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে বিগত-----তারিখে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হই। উক্ত চুক্তিপত্র মোতাবেক-----তলা ভবনের নির্মিত ফ্ল্যাট সমূহের মধ্যে অত্র দলিল দাতার অংশে-----ফ্ল্যাট এবং নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অংশে-----ফ্ল্যাটের মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আমি (অত্র দলিল দাতা) আমার অংশের-----তলার-----বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট-----টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভাজ্য ও অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য স্বাভাবিক সুবিধাদিসহ নিমিত্তে অনুমতি চাহিলে সদাশয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ----- ইং তারিখের ----- নং পত্রের প্রাধিকারবলে পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাসের ----- তারিখের ----- নং পত্রের মাধ্যমে তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। তফসিলে বর্ণিত ফ্ল্যাটটি সম্পর্কে সরকারী যাবতীয় আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ নীতিমালা পালন করতঃ মালিক ও দখলকার হিসেবে যাবতীয় ভোগ দখলে অধিকারী হইলেন/হইলেক বিধায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৯-১০-২০০৫ ইং তারিখের ১প্রকল্প-৪/৯৫/ডি-৯/৪৫২ নং পত্রের ক্রোড়পত্র 'গ-১' মারফত প্রণীত নীতিমালার শর্তাবলী আপনার উপর বর্তাইল এবং আপনি উহা ভবিষ্যতে মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন। উক্ত নীতিমালার একটি কপি আপনাকে/আপনাদেরকে অত্র দলিলের সঙ্গে দেওয়া হইল। উল্লেখ্য যে, নীতিমালা মোতাবেক বাড়ীর ছাদের মালিকানা যথারীতি মূল মালিকানায় থাকিবে। তবে বাড়ীতে

অবস্থানরত সকল ফ্ল্যাট ক্রেতা/ভাড়াটিয়াগণের ছাদ ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। ফ্ল্যাট ক্রেতাগন দলিল দাতা/দাতাদের সম্মতিক্রমে সীমিত হারে ছাদ ব্যবহার করিতে পারিবেন।

কোন ইজমেন্ট স্থায়ীত্ব আছে কিনা : ----- সেনানিবাসে ----- ডিওএইচএস-এর ----- বর্গগজ জমি বিশিষ্ট -----নং প্লটে নির্মিত ----- তলা ভবনের ----- তলার ----- বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট, -----টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভাজ্য/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য স্বাভাবিক সুবিধাদিসহ।

হস্তান্তরিত ফ্ল্যাটের দখল হস্তান্তরদলিল গ্রহীতাকে বুঝাইয়া দেয়া সম্পর্কিত বিবরণ : আমি/আমরা অত্র দলিল দাতা/দাতাগন দলিল সম্পাদনের নিমিত্তে ফ্ল্যাটটি বুঝাইয়া দিয়া আমি/আমরা এবং আমার/আমাদের অলি ওয়ারিশগণ চিরতরে নিঃস্বত্ববান ও দখলত্যাগী হইলাম। অত্র দলিল গ্রহিতা অদ্যকার তারিখ হইতে নিম্ন তফসিল বর্ণিত ফ্ল্যাটটির মালিক দখলকার নিয়ত হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে স্থলবর্তী অলি ওয়ারিশগণ পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকিবেন। নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি আপনার/আপনাদের নিজ নামে নামজারী ও জমাভাগ করাইয়া রীতিমত বার্ষিক খাজনাদি পরিশোধক্রমে চেক দাখিলা গ্রহণে ভোগ দখল করিতে রহেন ও রহুক। নিম্ন তফসিল বর্ণিত ফ্ল্যাট বা উহার কোন অংশের উপর আমি/আমরা অত্র দলিল দাতা/দাতাগন বা আমাদের কোন ওয়ারিশগণ কোন প্রকার ওজর আপত্তি দাবী দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিবেক না এবং কেউ দাবী দাওয়া করিলেও উহা সর্ব আদালতে সর্বোতভাবে বাতিল ও নামঞ্জুর বলিয়া গণ্য হইবে। তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির উপর নির্মিত বাড়ীর গ্যারেজ, সিঁড়ি, ছাদ ও বাড়ী সম্পর্কে সরকারী যাবতীয় আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ নীতিমালা পালন করতঃ মালিক ও দখলকার হিসাবে যাবতীয় ভোগ দখলে অধিকারী হইলেন/হইলেক।

হস্তান্তরিত ফ্ল্যাট সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য মন্তব্যঃ-তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির উপর নির্মিত বাড়ীর গ্যারেজ, সিঁড়ি, সকলেই ব্যবহার করিবে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য থাকিবে। তবে ছাদের একচ্ছত্র মালিকানা মূল ইজারা গ্রহিতার থাকিবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন প্রদান করিলে ইজারা গ্রহিতা ছাদে নতুন নির্মাণ কাজ করিতে পারিবেন। স্যুয়ারেজ ও পানির রিজার্ভ ট্যাংক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অত্র দলিল দাতা এবং অত্র দলিল গ্রহিতার উপর আনুপাতিক হারে বর্তাইবে। উক্ত ফ্ল্যাটের অংশের বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ব্যবস্থা যাহা পৃথক আছে উহার রক্ষণাবেক্ষণ, দায়-দায়িত্ব দলিল গ্রহিতার উপর বর্তাইবে। তবে কমন বিদ্যুৎ, গ্যারেজ, নিরাপত্তা প্রহরী, পানি তোলা, বাড়ীর পেরিমিটার ওয়াল, জেনারেটর, সাবস্টেশন, লিফট, সোলার প্যানেল ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ খরচ আনুপাতিকহারে সকলে বহন করিবে। সম্পূর্ণ বাড়ীটি যখন রং করা হইবে তখন উহার খরচের অংশও আনুপাতিক হারে সকলে বহন করিবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাড়ীটির কোনপ্রকার ক্ষতিসাধন হইলে সবাই আনুপাতিকহারে ক্ষতির খরচের অংশ বহন করিবেন। দলিল গ্রহিতা/গ্রহিতাগন আনুপাতিকহারে তাহার/তাহাদের অংশের খাজনা, ট্যাক্স এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ধার্যকৃত কর বা বিল পাওনা ইত্যাদি পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮। একাধিক ক্রেতা/গ্রহীতার ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত/অর্জিত জমির হারাহারি মালিকানার বিবরণ :

৯। একাধিক বিক্রেতা/দাতার ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত/অর্জিত জমির হারাহারি মালিকানার বিবরণ :

১০। সম্পাদনের তারিখ (বাংলা ও ইংরেজী) : বাংলা -----সালের

১১। সম্পত্তির তফসিল : শহর ও জেলা-----, থানা-----, মৌজা-----, ----- সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের আওতাভুক্ত ক্যান্টনমেন্ট সাধারণ ভূমি রেজিষ্ট্রারে রেকর্ডভুক্ত সার্ভে নং----- এবং ----- (অংশ) এর অধীন -----সেনানিবাসে -----ডিওএইচএস-এর ----- বর্গগজ জমি বিশিষ্ট ----- নং প্লটে নির্মিত ----- তলা ভবনের -----তলার ----- বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট, -----টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভাজ্য/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য স্বাভাবিক সুবিধাদিসহ অত্র দলিল দ্বারা চিহ্নিত বটে।

১২। হস্তান্তরিত সম্পত্তির চৌহদ্দির বিবরণ :

উত্তরে-----  
দক্ষিণে -----  
পূর্বে-----  
পশ্চিমে -----

১৩। হস্তান্তরিত সম্পত্তির পরিমাণ (অংকে ও কথায়) : ----- সেনানিবাসে ----- ডিওএইচএস-এর -----  
----- বর্গগজ জমি বিশিষ্ট ----- নং প্লটে নির্মিত ----- তলা ভবনের ----- তলার ----- বর্গফুট  
আয়তনের ফ্ল্যাট, -----টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভাজ্য/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য স্বাভাবিক  
সুবিধাদিসহ ।

১৪। সম্পত্তির মূল্য ও পরিশোধের বিবরণ : -----

১৫। হস্তান্তরিত সম্পত্তির নকশা :

১৬। কৈফিয়ৎ (যদি থাকে) :

১৭। দলিল পাঠ করিয়া/করাইয়া উহার মর্ম অবগত ও সম্মত হইয়া স্বাক্ষর করিলাম ।

দাতা/দাতাগণের স্বাক্ষর :

গ্রহিতা/গ্রহিতাগণের স্বাক্ষর :

১৮। স্বাক্ষরী/স্বাক্ষরীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর :

(ক)

নাম		স্বাক্ষর ও তাং	
পিতা/স্বামীর নাম		মাতার নাম	
গ্রাম/রোড		ডাকঘর	
থানা		জেলা	

(খ)

নাম		স্বাক্ষর ও তাং	
পিতা/স্বামীর নাম		মাতার নাম	
গ্রাম/রোড		ডাকঘর	
থানা		জেলা	

১৯। সনাক্তকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর :

নাম		স্বাক্ষর ও তাং	
পিতা/স্বামীর নাম		মাতার নাম	
গ্রাম/রোড		ডাকঘর	
থানা		জেলা	

২০। হস্তান্তরিত সম্পত্তির সঠিক পরিচয় এবং বাজার মূল্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইয়া আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী অত্র দলিল মুসাবিদা করিয়াছি/লিখিয়াছি এবং পক্ষগণকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি। অত্র দলিল হলফনামাসহ ----- ফর্দে লিখিত। মুসাবিদা কারক বা দলিল লেখকের নাম, ঠিকানা ও দলিল লেখকের সনদ নং :

নাম :  
স্বাক্ষর :  
পূর্ণ ঠিকানা :  
সনদ নম্বর :

২১. দলিল দাতা/দাত্রীর হলফনামা :

বরাবর  
সাব রেজিষ্ট্রার

-----  
আমি ----- পিতা নামঃ -----, জাতীয়তা-বাংলাদেশী, ধর্ম-----  
-----, পেশা-----, বাড়ী নং----- রোড নং-----, ----- ডিওএইচএস,-----  
----- সেনানিবাস।

- ক) এই মর্মে ঘোষণাপূর্বক হলফনামা প্রদান করিতেছি যে, আমি বাংলাদেশের নাগরিক।
- খ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশে দলাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশে, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি. ও নং ৮) এর অধীন ক্রোকের আওতাধীন নহে;
- গ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি. ও নং ১৬) এর অর্থানুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তি নহে;
- ঘ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন সরকারে বর্তায় নাই, বা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয় নাই;
- ঙ) প্রস্তাবিত হস্তান্তর আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের কোন বিধানের সহিত সাংঘর্ষিক নহে;
- চ) প্রস্তাবিত হস্তান্তর বাংলাদেশ ল্যান্ড হোল্ডিং (লিমিটেশন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি ও নং-৮) এর অনুচ্ছেদ ৫এ অনুযায়ী বাতিলযোগ্য নহে;
- ছ) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ সঠিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা অবমূল্য করা হয় নাই এবং উল্লেখিত সম্পত্তি হস্তান্তরকরণে আবেদনকারীর বৈধ অধিকার রহিয়াছে।
- জ) আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, আমি দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির নিরক্ষুশ মালিক। অন্য কোন পক্ষের সহিত এই সম্পত্তির বায়না চুক্তি স্বাক্ষর হয় নাই বা অন্য কোথাও হস্তান্তর হয় নাই বা অন্য কোন পক্ষের নিকট বন্ধক রাখা হয় নাই।
- ঝ) দলিলে বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার বৈধ স্বত্ব ও অধিকার বহাল আছে এবং প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। তারিখ:

হলফকারীর স্বাক্ষর

সনাক্তকারীর ঘোষণা:

এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, হলফকারী  
আমার পরিচিত এবং আমার  
সম্মুখে স্বাক্ষর প্রদান করেছেন।

সনাক্তকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

২২। সাব-রেজিষ্ট্রারের নাম ও পদবীসহ স্বাক্ষর, সীল মোহর ও তারিখঃ

বিঃদ্র: নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট অত্র দলিল গ্রহীতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট অত্র ফ্ল্যাট বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদানপূর্বক অর্থ গ্রহণ করেন নাই মর্মে নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বিক্রয়/হস্তান্তর দলিল লিখিবার পূর্বেই একটি লিখিত অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করিতে হইবে।